রমজানের পড়াশুনা

পর্ব- ২

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরষ্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে বেশী বেশী পড়াশুনা করা।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজ আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা

রমজানের পড়াশুনা পর্ব-২

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজ

ভাবানুবাদ- ফাতেম বিনতে আজাদ

সম্পাদনাঃ মাসুদ আলী

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন,

কিন্তু আপনার সময় নেই?

তাহলে 'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি আপনার জন্য!

'রমজানের পড়াশুনা' পর্ব-২ রমজানের উপর রচনার ১১টি লেখার সংগ্রহ।

রমজানের পড়াশুনা পর্ব-১ পাবেন ৭টি লেখার সংগ্রহ।

এই দুই পর্বে রয়েছে রমজানের শিক্ষার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত এবং এই পবিত্র মাসের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিভিন্ন টিপস।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের লেখার সংকলন!

প্রতিটি লেখা পড়তে ৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না!

পাঁচ মিনিটের পড়া' সিরিজটি আপনার মতো ব্যস্ত ব্যক্তির জন্য।
আসুন, রমজানের পড়াশুনা উপভোগ করুন!

ইতিহাসের পাতায় রমজান মাস

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত পরবর্তী সময়ে রসূল (সাঃ) প্রায় নয়টি রমজান মাস তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছিলেন। **রসূল (সাঃ)'র সময় রমজান মাস ছিলো পবিত্রতা হাসিলের মাস, ভালোর আদেশ দেওয়া, মন্দকে প্রতিরোধ করা এবং জান-মাল দিয়ে কঠিন সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রাখার মাস। রসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর মুসলিমগণ এ সকল ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন** এবং আল্লাহ প্রকৃত বিশ্বাসীগণ দ্বারা ইতিহাসের এই গতিপথকে সঠিক উপায়ে প্রভাবিত করিয়েছেন। তারা দৃঢ়সংকল্পমূলক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং আমাদের জন্য রেখে গেছেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ত্যাগের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ করে।

রমাদান শুরু হয়েছিলো একটি মস্তবড় ত্যাগ তিতিক্ষা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে।

ইতিহাসের পাতা থেকে রমজানে ঘটে যাওয়া কিছু জরুরি ঘটনাপ্রবাহ এবং যুদ্ধক্ষেত্র তুলে ধরা হলো এখানেঃ

২ হিজরিঃ বদরের যুদ্ধে রসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগন মক্কাবাসীদের পরাজিত করেন।

৮ হিজরিঃ রসূল (সাঃ) বিনাযুদ্ধে মক্কা বিজয় করলেন।

৯ হিজরিঃ মদীনার কিছু কুচক্রী জনগণ মুসলিমদের একতার বিরুদ্ধে বিরোধীতা করতে একটি মসজিদ গড়ে তোলে (মসজিদ আদ দিরার) । রসূল (সাঃ) ৯ হিজরীতে সেই মসজিদ ভেংগে গুড়িয়ে দেন।

৯২ হিজরিঃ স্পেনে তারিক ইবনে জিয়াদ দ্বারা পরিচালিত মুসলিম সৈন্যদল কিং রডারিক দ্বারা পরিচালিত ভিজিগোথ সৈন্যদলের মুখোমুখি হয়েছিলো (মুসলিম সৈন্যদল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে যুদ্ধে জয়লাভ করে)।

৫৮২ হিজরিঃ সালাহউদ্দিন আল আইয়ুবি বছরের পর বছর ধরে ক্রুসেডার সাথে যুদ্ধ করেন, অবশেষে তাদেরকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কৃত করে সম্পূর্ণ ভূমি তাদের দখলে আনতে সক্ষম হয়ে থাকে।

৬৫৮ হিজরিঃ সাইফুদ্দীন কুতুজ দ্বারা পরিচালিত মুসলমান সৈন্যবাহিনী মংগল সৈন্যবাহিনীকে আইনজালুট এর যুদ্ধে (Battle of Ain Jalut) পরাজিত করে।

সুত্রঃ "Ramadan in History" - Dr. Abdullah Hakim Quick / "The History of Islam" - Akbar Shah Najeebabadi

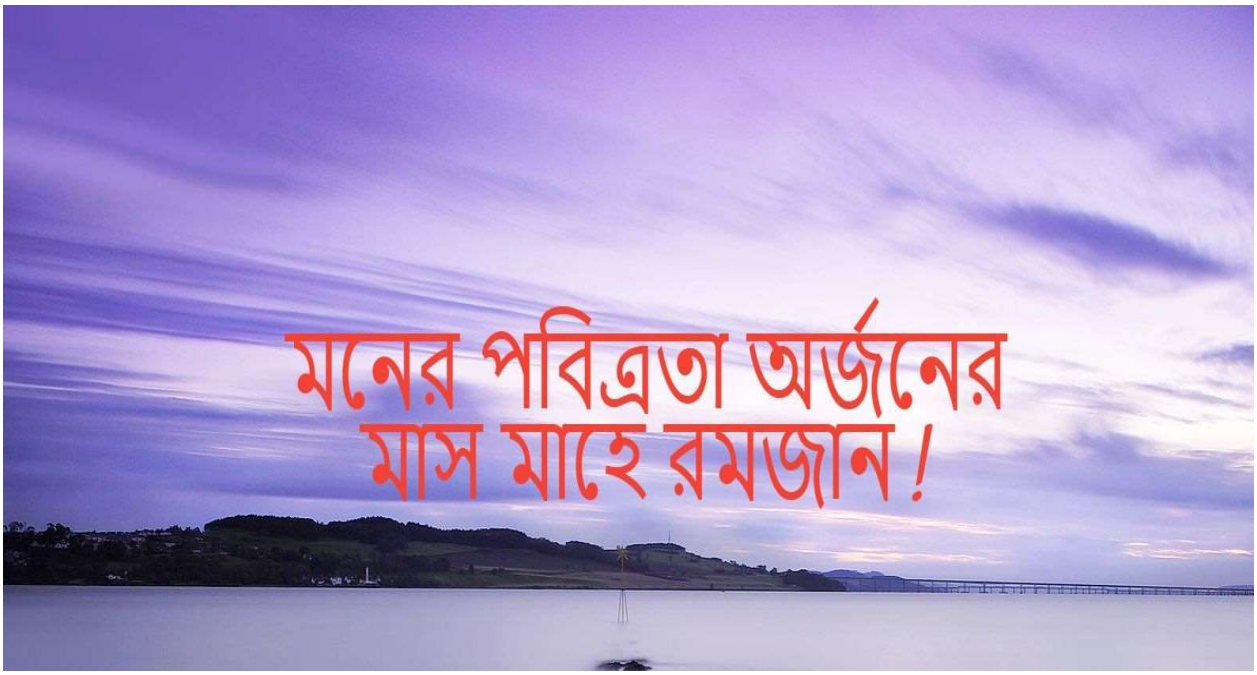

মাহে রমজান মুসলমানদের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। তবে আমাদের জন্য এটি তখনই নেয়ামত হিসেবে গন্য হবে যখন আমরা এর সঠিক নিয়ম মেনে চলবো। নতুবা শুধু সেই মাঝির মতো হবে যে কিনা নদীতে একটি মূল্যবান জিনিস ভাসতে দেখে সঠিক উপায় অবলম্বন না করে শুধু চিৎকার জুড়ে দিল আমি অমুক জিনিস দেখেছি, আমি অমুক জিনিস দেখেছি। আর মাঝি এতেই ভাবলো যে সে ওমুক বস্তু পেয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরেকটি বিশেষ দান হল এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন।

> "লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিব্রীল আ.) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যে রাত পুরোটাই শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। *-সূরা কদর(৯৭): ৩-৫*

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন-

> "রমযান মাসের আগমন ঘটলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের নিকট এই মাস সমাগত হয়েছে, তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। একমাত্র (সর্বহারা) দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়। - *সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৪*

লাইলাতুল কদর রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এক হাদিসে আছে,

> "আমার উম্মত যদি জানতো রোজা কী জিনিস, তাহলে রোজা রাখা এতো কষ্টকর হওয়া সত্তেও সারা বছর রমজান মাসের কামনা করতো।"

হাদিস শরিফে রয়েছে-

> রমজান মাসের একটি নফল অন্য মাসের ফরজ আদায় সমতূল্য সওয়াব এবং এ মাসের একটি ফরজ অন্য মাসের সওরটি ফরজ আদায় করার সওয়াব। - *বায়হাকী*

নবিজি বলেন,

> "রমজান মাসে তোমরা চারটি কাজ বেশি করে করবে। এর দুটি হচ্ছে আল্লাহর জন্য যেমন-
>
> - কালিমায়ে তাইয়্যেবা বেশি করে পড়া
> - ইসতেগফার বেশি করে পড়া
>
> আর বাকি দুটি কাজ এমন যা না করে তোমাদের উপায় নেই। সে দুটি হচ্ছে
>
> - জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করা
> - জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া।

এক- বেশী বেশী সাদাকা দিন

রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) সব সময়ই উদার ছিলেন কিন্তু রমজানে তিনি আরো বেশি উদার হয়ে উঠতেন। চলুন, এ বছর, আমরা আমাদের হৃদয়কে প্রসারিত করি এবং আমাদের মানিব্যাগটাকে আরেকটু বেশি করে খুলি। আমরা যেন কম হলেও প্রতিদিন আমাদের দান বাক্সে ৫ টাকা অথবা ১০ টাকা জমা করি। আমরা যতটুকুই দেই না কেন, আল্লাহর দরবারে বিবেচিত হবেতো আমাদের নিয়তটাই।

দুই-অন্যের সাথে সম্পর্ক বাড়ান

পরিবারের সাথে সম্পর্ক মজবুত করা এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে জীবন চলার পথের একটি অংশ এবং দুনিয়াবি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি কাজ। এই রমজানে আপনার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব খোঁজ নিন একটি ফোন করে, নতুবা একটি অন্তত রমজানের কার্ড ই-মেইল করুন এবং জিজ্ঞেস করতে ভুলবেন না যে তাদের রমজান কেমন কাটছে ইনশাআল্লাহ।

তিন-প্রযুক্তি পরিচালনায় সংযমী হোন

এমনকি আপনি তথ্য প্রযুক্তি শ্রমশিল্পে কাজ করা কালীনও নিজেকে সংযমী করতে পারেন। কিছু কিছু ব্যাক্তিগত ই-মেইল দেখা এড়িয়ে যেতে পারেন এবং ওয়েব সার্ফিং ও বন্ধ রাখতে পারেন রোজা চলা কালীন। ইফতারের পর সোজা তারাবীর প্রস্তুতিতে চলে গেলে যে কোন ধরনের প্রযুক্তিগত স্ক্রিন এ ডুবে না গিয়ে। একই চাওয়া থাকবে টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও। মূল কথা

হচ্ছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পিছনে আমরা আমাদের সবটুকু দেবার চেষ্টা করবো এই রমজান মাসটিকে ঘিরে ইনশা-আল্লাহ।

চার- দিনে ৫ মিনিটের জন্য কোরআন পড়ুন

শুধুমাত্র ৫ মিনিট, তার বেশিও না , কমও নয়। যদি আপনার এমন মনে হয় যে কোরআনের জন্য সময় দেবার মতো আপনার একদমই সময় নাই, তাহলে আপনার সেল ফোনে এলার্ম দিন এবং তুলনামূলক একটু নিরিবিলি জায়গা খুজে বের করুন। আপনি কোরআনের প্রথম পাতাটি পড়ে নিতে পারেন অথবা আপনার সিলেবাস অনুযায়ী দুটো আয়াত হলেও পড়ে নিলেন। সিদ্ধান্ত আপনার। সাদাসিধে ব্যাপারটা হলো, কোরআনের মাসে আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে সংযুক্ত থাকলেন তারই নাযিল্কৃত কোরআনের মধ্যে দিয়ে।

পাঁচ- সবাইকে ক্ষমা করে দিন এমন কি যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছিলো তাদেরকেও

গেল বছর অমক বন্ধুটির সাথে যে মন কষাকষি হয়েছিলো তার ক্ষত আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন? তুমুল উত্তেজনাপূর্ন তর্কাতর্কিতে আপনার স্ত্রী আপনাকে যে কটু কথা বলেছিলো সেটা নিয়ে আপনি আজও মর্মাহত? নাকি ছোট্ট বেলায় বাবা-মা যে আচরণ করেছিলেন কখনো সখোনো সেটা নিয়ে আজও তেতে আছেন? আসুন, এই রমজানে আমরা সব রাগ এবং ব্যাথা ভুলে যাই এবং তাদের ক্ষমা করে দেই যারা আমাদের কষ্ট দিয়েছলো। কাওকে ক্ষমা করা শুধুমাত্র যে স্বাস্থসম্মত তা নয়,বরং এটি আত্মার জন্যও অত্যন্ত উপকারি। এবং এই রমজানে মাগফিরাতের যে দশ দিন রয়েছে, আমাদের উচিৎ হবে এই মাগফিরাতের দশ দিনে সবাইকে ক্ষমা করা। সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া যদি আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে , তাহলে অন্তত তিনজন মানুষকে ক্ষমা করে দিন।

সুত্রঃ 10 great goals to set for this Ramadan - SoundVision.com

"বলা বাহুল্য যে, এই রমজান মাসটা হচ্ছে ধৈর্যের মাস, এবং প্রকৃত ধৈর্যের পুরুষ্কার হচ্ছে জান্নাত। এই মাসটা হচ্ছে একে অন্যের সাথে সহমর্মিতার মাস ; এটা এমন একটা মাস যার মধ্যে একজন সত্যিকারের মু'মিনের রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়।" [বুখারী]

রমজান হচ্ছে ধৈর্যের মাস। অতএব, রমজান চলাকালীন যদি বড় ধরনের কোন অসুবিধা সইতে হয়, সে অবস্থাও খুব স্বাভাবিক থেকে ধৈর্যের সাথে সয়ে যেতে হবে। অত্যন্ত গরমের দিনে রোজা রেখে কোন ধরনের কোন নালিশ না করে হাসিমুখে অসুবিধা সয়ে নেওয়া যদিও খুব কষ্টের ,তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের হাসিমুখেই থাকতে হবে।

একইভাবে কখনো সেহরি খেতে না পারলে সেটার জন্য কারো উপর দোষ চাপানো যাবে না। আমরা যদি তারাবীর সময় খুব দূর্বল হয়ে পড়ি তাহলেও আমাদের খুব ধৈর্যের সাথে সেটা সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে ইনশা-আল্লাহ। তারাবীর নামাজটাকে কখনো আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা বা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা এবাদাত হিসেবে গন্য করা যাবে না তাহলে হতে পারে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া ক্রেডিট টা আমরা হারিয়ে ফেললাম-আল্লাহ না করুন- (আমার তো তারাবীর সময়টা উৎসবমুখর মনে হয়, মাশা-আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।) আমরা কত সময় পার্থিব প্রয়োজনে খাওয়া দাওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখি, তাহলে আল্লাহর খাতিরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখাটা কি খুব বড় কোন সমস্যা?

আমাদের ঐতিহ্য-এর দিকে তাকালেও দেখা যায়, মুসলমানরা এ মাসটিকে সহমর্মিতার মাস হিসেবেই পালন করে, বিশেষ করে দরিদ্র এবং নিঃস্ব মানুষের সাথে। এই সহমর্মিতা অথবা সহানুভূতি আসতে হবে নিজের ভিতর থেকে বা মন থেকে। আমরা যখন দশ পদের খাবার নিয়ে ইফতারি করতে বসবো তখন অন্তত তিন বা চার পদের খাবার আমাদের বেছে ফেলতে হবে গরীব দুখীদের জন্য। যদিওবা আমরা তাদেরকে আমাদের সমান করে দেখতে পারবো না তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদেরকে আমাদের সম পর্যায়ে তুলে আনবার, ইনশা-আল্লাহ।

দরিদ্রদের জন্য সহানুভূতি দেখানোর ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য সব বিষয়ে সহমর্মিতার ক্ষেত্রে, রসূলের (সাঃ) সাহাবীগন ছিলেন জলন্ত উদহারন। এটা আমাদের কর্তব্য আমরা যেন তাদের অনুসরন করি অথবা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাই তাদের পথ অবলম্বনে।

সুত্রঃ "The Virtues of Ramadan Seen Through the Traditions'" - Muhammad Zakariyya Kandhlawi

মনের আবেগকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও কৌশল অর্জন করা ঐতিহ্যগতভাবে একটি নৈতিক নিরাময় হিসেবে পরিচিত। শক্তিশালী যে কোন কিছু এবং এমনকিছু যা শক্তিকে বাড়িয়ে দেয় সেটি আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, আত্ম-কেন্দ্রিক করে, বাস্তবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সত্যকে তুলে ধরে, নৈতিকভাবে নিরাময়ের জন্য যথেষ্ট হয় এবং নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে। নির্ধারিত রোজা হচ্ছে মুমিনদের জন্য শক্তিশালী মূল্যবোধ- সঠিক ও ভুল বোঝার একটি অন্যতম সেরা অনুশাসন।

বিশ্বাসীর জন্য, পরকালকে স্মরন করা এবং পরকালিন জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা জীবনকে অর্থবহ করে তোলে এবং অদেখা পৃথিবী সাথে সংযোগ তৈরী করে দেয়। এটি হচ্ছে আত্মার চিরন্তন সেই সম্ভাবনা, যা বিশ্বাসীকুলের জন্য সংরক্ষন করা, নিয়ন্ত্রন করা খুবই প্রয়োজন।

যদি কোন ব্যাক্তি বিশ্বাস না করে সে যা করছে সেটা ঠিকই করছে, সেটা স্ববিরোধী শক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং তৈরী হয় অভ্যান্তরীন দন্দ। আর তাই এই অভ্যান্তরীন দন্দ দুইভাবে আমাদের প্রভাবিত করতে পারে- প্রথমতঃ আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে দূর্বল করে দেয় ,যার ফলস্বরুপ, রমজান মাসে আমাদের রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা যেই লক্ষ্য অর্জন করতে চাই সেটার ভিত্তি দূর্বল করে দেয়, আর দ্বীতীয়তঃ যে প্রভাব সেটা খুব মারাত্মক এইজন্য যে, রোজা রাখা আমাদের জন্য যতটুকু না কষ্টের কাজ ছিলো তার থেকে অনেক বেশি কষ্ট আমরা পেতে থাকি।

দুনিয়া এবং আখেরাতের যে মোহ বা হিসাব নিকাশ সেটা যদি কোনভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে একজন মুমিনের কাছে এবং এই দুনিয়া আখেরাতের মানটা যদি একবার বুঝতে পেরে যায় , তাহলে নিজের মধ্যে চলে আসা দ্বন্দ সামলাতে আর কোন বেগ পেতে হয় না বরং সে বিজয়ী হয়ে ওঠে। আর তখনি রমজানের রোজা মু'মিনের জন্য একটি নেয়ামত হয়ে দাঁড়ায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম হয়ে যায়।

সংকলিতঃ *Ramadan: Motivating Believers To Action, "Moral Healing Through Fasting" - Laleh Bakhtiar*

দুয়া কেন কবুল হয় না?

أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

যে আমাকে(আল্লাহকে) ডাকে আমি(আল্লাহ) তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই।

আল বাকারাহ / আয়াত ১৮৬ (আংশিক)

আমরা যখনই আল্লাহকে ডাকি আল্লাহ আমদের ডাকে সব সময় সাড়া দেন। যদি কোন দুয়া কবুল না হয়, তাহলে সেই দুয়ার মধ্যে ঘাটতি রয়েছে দুটি জিনিসের অথবা দুটির মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ের কমতি হয়েছে যেটা এই একই আয়াতে বলা হয়েছে_- দুয়াকারীর দুয়া যখন সে আমাকে ডাকে।

বিষয়টা এভাবে হতে পারেঃ প্রথমত এটা কোন দুয়াই হয় নাই। এটা শুধুমাত্র দুয়াকারীর ভুল বুঝার কোন বিষয় ছিলো। যেমন ধরুন, একজন ব্যাক্তি একটি অসম্ভব জিনিসের জন্য দুয়া করছেন কিন্ত সে জানেনা যে সে একটি অসম্ভব জিনিসের জন্য দুয়া করছে। অথবা ধরুন প্রার্থণাকারী যদি আসল ঘটনাটা জানতো তাহলে সে কক্ষনো সে জিনিস চাইতো না।

আরো বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি, ধরুন, কেও একজন অসুস্থ ছিলো এবং সে শেষ পর্যন্ত ইন্তেকাল করেছেন, কিন্ত তার স্বজনরা তার মৃত্যুর খবর পাইনি বা জানে না,

আর সে জন্যই তারা সারাক্ষন আল্লাহর কাছে অসুস্থ লোকটির সুস্থতার জন্য দুয়া করে যাচ্ছে, সুতরাং দুয়াটা কবুল হতে হলে মৃত লোকটিকে এখন পুনরায় জীবিত হতে হবে। যদি দুয়াকারী এটাই সত্যিই নিশ্চত থাকতেন যে একজন মৃত ব্যাক্তিকে আবার জীবন ফেরত দেওয়া হয় বা মৃত ব্যাক্তির বেচে উঠার জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়া যায় (যেমনটা নবী রসুলের (সাঃ) যুগে হয়েছিলো)। কিন্তু দুয়াকারীর কাছে এমন কোন দৃর বিশ্বাস নেই , আর তারই ফলে এমন কোন দুয়া আজ পর্যন্ত কবুলও হয়নি। অথবা আমরা বলতে পারি যে দুয়াকারী এমন কিছু আল্লাহর কাছে চাইছেন যেটা সম্পর্কে যদি সে আসল ব্যাপারটা বা বাস্তবতাটা জানতো তাহলে সে এটা আল্লাহর কাছে চাইতো না, সুতরাং প্রত্যাশিত জিনিসটার কুফল যেহেতু আল্লাহ জানেন তাই দুয়াকারীর দুয়াটা কবুল হয়নি।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ অবশ্যই সেটি একটি দুয়া বা চাওয়া, কিন্ত সেটাকে কেবলমাত্র আল্লাহ এবং শুধুই আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়নি। উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, একজন মানুষ খুব বিনয়ের সাথে মিনতি করে তার প্রোয়োজন আল্লাহর কাছে চাইছে, কিন্ত তার হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার পাশাপাশি বাহ্যিক কাওকে খুঁজছে বা কাল্পনিক কোণ শক্তিকে খুজছে এবং বিশ্বাস করছে যে এই শক্তিগুলো তার চাওয়াগুলোকে পূরন করে দিতে পারবে। এ সব ক্ষেত্রে প্রার্থণাকারীর প্রার্থণা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কেই উদ্দ্যেশ্য করে করা হচ্ছে না। আরেক ভাষায় বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে , দুয়াকারী মোটেও আল্লাহ্‌কে উদ্দ্যেশ্য করে মিনতি করেনি কারন তিনি আল্লাহ্‌ যিনি দুয়া কবুল করে থাকেন তার কোন শরীক থাকে না। তিনি কোন অংশীদারিত্বে কাজ করেন না তাতে সেটা যাইহোক বাহ্যিক বা কাল্পনিক।

তো এই হচ্ছে দুই ধরনের দুয়াকারী যাদের হৃদয়ে আন্তরিকতা ছিলো না যদিও তাদের জিহ্বা দুয়াটি উচ্চারণ করেছিলো।

সুত্রঃ *Ramadan: Motivating Believers To Action, "Quranic Commentary on 'I Answer The Prayer'" - Muhammad Husayn Tabataba'i*

রামজানে বেশী বেশী খাওয়া

মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে সবথেকে বিরক্তিকর জিনিস হচ্ছে হালাল খাবার দিয়ে পেট কানায় কানায় ভরে ফেলা।

রোজা দিয়ে কিভাবে আমরা আল্লাহর শত্রুদের জয় করবো বা ক্ষুধা নিবারণের স্বাদটা বুঝতে পারবো - যদি ইফতারের সময় রোজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনে নিয়মিত খাবারের পরিমানের সাথে বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত মজাদার খাবারের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলি?

ইদানীং আমাদের মধ্যে এক নতুন অবশ্যকরনীয় আচরণ তৈরী হয়েছে, সেটা হচ্ছে রমজান মাসকে কেন্দ্র করে আমরা রাজ্যের সব কেনাকাটা রোজা আসার শুরুতেই করে ফেলি যেন সারাটা রমজান খুব আয়েশ করে সব রাজকীয় খাবার খেতে পারি। আমরাতো এটা সকলেই জানি যে আল্লাহ রমজান মাস আমাদের জন্য কেন ফরজ করলেন। আল্লাহ রোজা ফরজ করলেন আমরা যেন ক্ষুধার কষ্ট বুঝতে পারি এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করতে পারি।

আমাদের পেট যখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি থাকবে, আমরা আস্তে আস্তে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হতে থাকবো এবং আমাদের খাবারের তৃষ্ণা বাড়তে থাকবে, এবং এরপরই আমাদের সামনে খাবার উপস্থিত করা হয় যেটা আমরা আমাদের মনের তৃপ্তি মিটিয়ে পেট ভরে খেতে থাকি। খাবারের স্বাদ আর ইচ্ছা এত বাড়তে থাকে যে আমরা অতিমাত্রায় খেতে থাকি, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। সারাদিন পরে চোখের সামনে খাবার পেয়ে আমরা এত আবেগি হয়ে উঠি যে সব এক সাথে গ্রাস করে ফেলতে পারলে তাই-ই করি।

এই আবেগ শয়তানের একটা ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কি হতে পারে!!

(আমি একবার আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রোজার মাসে আমার না খেয়ে থাকতে অনেক কষ্ট হয়। আমি কিভাবে এই কষ্ট থেকে বাচতে পারি? উত্তরে আমার আব্বা বলেছিলেনঃ আমিতো দেখি না তুমি রমজান মাসে না খেয়ে থাকো। রমজান মাসেতো সব খাবারই ঠিক থাকে শুধুমাত্র দুপুরের খাবারের সময়টা সরে গিয়ে সন্ধায় হয়।

এইতো পার্থক্য। এতটুকু সময়তো আমরা নিজেদের প্রোয়োজনে কত সময় খাবার ইগ্নোর করে থাকি এমনি দিনে, তখন তো আমাদের খারাপ লাগে না, তবে রমজান মাসকে ঘিরে এত ভীতি কেন।– অনুবাদক)

রোজার আসল শক্তি এবং গোপন রহমত লুকিয়ে রয়েছে একজনের ক্ষুধা অনুভবের মধ্যে। আর তাই শয়তান এটাকেই টার্গেট করে থাকে রমজান মাসে। মানুষও ঈমানী জোর কম থাকাতে শয়তানের পাতা এই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। মানুষ মনে করে আমাকে সারা দিন এবং রাতের খাওয়া একসাথে খেয়ে রাখতে হবে ,যেহেতু সারাদিনে আমি কিছু খাবো না। আর তখনই মানুষ নিজ হৃদয়কে বিশুদ্ধ করতে পারে না। আরো বেশি দূর্বল ইমানের মানুষগুলি এই বেশি বেশি করে খাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি মন্দ জিনিসও করে থাকে যেটা আমাদের রোজাকে দূর্বল করে দেই, আর সেই জিনিসটি হচ্ছে ঘুম। আমরা যারা দূর্বল ইমানের মানুষ তারা অহেতুক রোজার ভয়ে কাতর হয়ে সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। না কোণ তিলওয়াত, আর না জেগে থেকে ক্ষুধা অনুভব করা। তাহলে কি করে এই রমজান আমাদের আত্মাকে শুদ্ধ করবে? কি করে রোজার মাধ্যমে আমরা ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট অনুভব করবো? কি করে আমরা মিথ্যা বর্জন করবো ,সত্যকে জড়িয়ে নিবো। রোজা তাহলে কেন আসছে আমাদের জীবনে?

একজন যদি রমজান মাসে তাহাজ্জুদের গুরত্ব বুঝে থাকে তাহলে সে ইফাতারির পর যত দূর্বলই হোক না কেন,সে তার দুর্বলতাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। বরং সে আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য শরীরে এবং মনে ঐশ্বরিক জোর এনে তাহাজ্জুদ নামাজ আদাই করে নিজেকে স্বর্গ – রাজ্যে পৌছে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম হাসিমুখে করে যাবে। শুধুমাত্র তাহাজ্জুদের নামাজই নয়, সাথে সাথে তার প্রাণকে উচ্ছল করতে ছোট ছোট করে তিলওয়াতও চালিয়ে যাবে। কেমন যেন, এ এক উৎসব চলছে এক বাদশাহী মহলে যা কিনা এক আল্লাহ এবং আল্লাহর এই বান্দা ছাড়া কেও অনুভব-ই করতে পারবে না।

রমজানের শেষ দশ দিন কিন্ত কোণ সাধারণ রাত নয়। শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোকে বলা হয় ভাগ্য রজনী বা তাকদীর লিখার রাত। এই তাকদীর লিখে থাকেন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য। আল্লাহ অগ্ণিত রহমত, অশেষ বরকত এবং ঢালাওভাবে মাগফেরাত পাঠাতে থাকেন এই দুনিয়াতে ঐ দূর আরশ থেকে । এই যে আল্লাহ আমাদের এই রাজ্যে এতসব কিছু পাঠাচ্ছেন এগুলো আয়ত্ব করতে মনকে মুক্ত রাখতে হবে মিথ্যা,অত্যাচার, অবিচার ,হিংসা ,ইত্যাদি সব খারাপ থেকে। আর বক্ষ এবং পেটের মাঝখানটা খালি রাখতে হবে অতিমাত্রায় খাবার দিয়ে ভরে রাখা থেকে। কারন আমাদের এই রাজ্যে এত কিছু আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো বরকত রহমত এবং মাগফেরাত পেতে হলে রাতের বেশিরভাগের সময়-ই কাটাতে হবে হয় রুকুতে না হয় সিজদায় আর না হয় কোরআন অধ্যায়নে যেটা কক্ষনো ভরা পেটে সম্ভব নয়।

সূত্রঃ "Inner Dimensions of Islamic Worship" - Imam al-Ghazali / ভাবনুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ